সূরা - ৬৮

কলম

(আল্-ক্বলম, :১)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

১ নূন! ভাবো কলম ও যা তারা লেখে।

২ তোমার প্রভুর অনুগ্রহে তুমি কিন্তু পাগল নও।

৩ আর তোমার জন্য নিশ্চয়ই রয়েছে এমন এক প্রতিদান যা শেষ হবার নয়।

৪ আর নিঃসন্দেহ তুমি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

৫ ফলে তুমি শীঘ্রই দেখবে এবং তারাও দেখতে পাবে—

৬ যে তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

৭ নিঃসন্দেহ তোমার প্রভু, তিনি ভাল জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি ভাল জানেন সৎপথপ্রাপ্তদের।

৮ অতএব মিথ্যাচারীদের আজ্ঞাপালন করো না।

৯ তারা চায় যে তুমি যদি নমনীয় হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

১০ আর আজ্ঞাপালন করো না প্রত্যেকটি হলফকারীর, লাঞ্ছিতজনের,—

১১ পরনিন্দাকারীর; কলঙ্ক রটাতে ঘুরে-বেড়ানো লোকের,—

১২ ভালোকাজে নিষেধকারীর, সীমালংঘনকারীর পাপাচারীর,—

১৩ ষণ্ডা-গুণ্ডার, তদুপরি অসচ্চরিত্রের,—

১৪ এইজন্য যে সে ধনসম্পদের এবং সন্তানসন্ততির অধিকারী।

১৫ যখন তার কাছে আমাদের বাণীসমূহ পাঠ করা হয় সে বলে— "সেকেলে কল্পকাহিনী!"

১৬ আমরা শীঘ্রই তার উঁচু নাকে দাগ করে দেব।

১৭ আমরা নিশ্চয়ই তাদের পরীক্ষা করব যেমন আমরা পরীক্ষা করেছিলাম বাগান-মালিকদের, যখন ওরা কসম খেয়েছিল যে তারা নিশ্চয় ভোরবেলা এর ফসল কাটবে,—

১৮ আর তারা কোনো সংরক্ষণ করে নি।

১৯ ফলে তোমার প্রভুর কাছ থেকে এক দুর্বিপাক এর উপরে আপতিত হয়েছিল যখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

২০ কাজেই সকালবেলায় তা হয়ে গেল এক কালো নিষ্ফলা জমির মতো।

২১ তারা কিন্তু সাত-সকালে একে অপরকে ডাকাডাকি করলে—

অনুবাদ - ডাঃ জহুরুল হক

২২ এই বলে— "সকাল সকাল তোমাদের খেত-খামারে যাও যদি তোমরা ফসল কাটতে চাও।"

২৩ তখন তারা বেরিয়ে পড়ল, আর তারা ফিস্‌ফিস্ করতে থাকল—

২৪ এই বলে— "আজ যেন তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো হাভাতে সেখানে ঢোকে না পড়ে।"

২৫ আর তারা সকাল সকাল সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে যাত্রা করল।

২৬ কিন্তু যখন তারা তা দেখল তারা বললে— "নিশ্চয় আমরা পথ ভুল করেছি।"

২৭ "না, আমরা বঞ্চিত হয়েছি।"

২৮ ওদের মধ্যের শ্রেষ্ঠজন বললে— "আমি কি তোমাদের বলি নি, কেন তোমরা জপতপ করছ না?"

২৯ তারা বললে— "আমাদের প্রভুর মহিমা ঘোষিত হোক, আমরা নিশ্চয় কিছুটা ফসল দান করতে অন্যায় করেছি।"

৩০ তারপর তাদের কেউ-কেউ অন্যের কাছে গেল নিজেদের দোষারোপ করতে করতে।

৩১ তারা বললে— "হায়, ধিক্ আমাদের! আমরা নিশ্চয়ই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম।

৩২ "হতে পারে আমাদের প্রভু আমাদের জন্য এর চেয়েও ভাল কিছু বদলে দেবেন; নিশ্চয় আমাদের প্রভুর কাছেই আমরা সানুনয় প্রার্থনা করছি।"

৩৩ এমনটাই শাস্তি হয়ে থাকে। আর পরকালের শাস্তি তো আরো বিরাট,— যদি তারা জানতো!

পরিচ্ছেদ - ২

৩৪ নিঃসন্দেহ ধর্মভীরুদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে আনন্দময় উদ্যান-সমূহ।

৩৫ কী, আমরা কি তবে মুসলিমদের বানাব অপরাধীদের মতো?

৩৬ কি হয়েছে তোমাদের? কিভাবে তোমরা বিচার কর?

৩৭ না কি তোমাদের জন্য কোনো গ্রন্থ রয়েছে যা তোমরা অধ্যয়ন কর—

৩৮ যে, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাতে তাই রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?

৩৯ অথবা, তোমাদের জন্য আমাদের উপরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকা এমন কোনো অংগীকার রয়েছে কি যে তোমাদের জন্য আলবৎ তাই থাকবে যা তোমরা স্থির করবে?

৪০ তাদের জিজ্ঞাসা করো— তাদের মধ্যে কে এ-সম্বন্ধে জামিন হবে;

৪১ না তাদের জন্য অংশী-দেবতারা আছে? তেমন হলে তাদের অংশী-দেবতাদের তারা নিয়ে আসুক যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২ একদিন চরম সংকট দেখা দেবে, আর তাদের ডাকা হবে সিজ্‌দা করতে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।

৪৩ তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, লাঞ্ছনা তাদের জড়িয়ে ফেলবে। অথচ তাদের আহ্বান করা হয়েই থাকত সিজ্‌দা করতে যখন তারা ছিল নিরাপদ।

৪৪ অতএব আমাকে এবং যে এই বাণী প্রত্যাখ্যান করে তাকে ছেড়ে দাও। আমরা তাদের ধাপে ধাপে নিয়ে যাব, কেমন করে তা তারা বুঝতেও পারবে না।

৪৫ তথাপি আমি ওদের সহ্য করি। আমার ফাঁদ নিশ্চয়ই বড় মজবুত।

৪৬ অথবা তুমি কি তাদের থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাইছ যার ফলে তারা ধারকর্জ করে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে?

৪৭ অথবা অদৃশ্য কি তাদের কাছে রয়েছে, যার ফলে তারা লিখে রাখে?

৪৮ অতএব তোমার প্রভুর হুকুমের জন্য অধ্যবসায় চালিয়ে যাও, এবং তুমি মাছের সঙ্গীর মতো হয়ো না। দেখো! তিনি বিষাদে কাতর হয়ে ডেকেছিলেন।

৪৯ যদি তাঁর প্রভুর কাছ থেকে অনুগ্রহ তাঁর কাছে না পৌঁছুত তাহলে তিনি অবশ্যই উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন, আর তিনি হতেন নিন্দিত।

৫০ কিন্তু তাঁর প্রভু তাঁকে মনোনীত করেছিলেন, ফলে তাঁকে সৎপথাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

৫১ আর যারা অবিশ্বাস পোষণ করেছে তারা যখন স্মারক-গ্রন্থ শোনে তখন তারা যেন তাদের চোখ দিয়ে তোমাকে আছড়ে মারবে, আর তারা বলে— "সে তো নিশ্চয়ই এক পাগল।"

৫২ আর এটি জগদ্বাসীর জন্য স্মারক-গ্রন্থ বৈ তো নয়।